

বাংলাদেশে প্রতিবাদ, পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সহিংসতার ভিডিও ধারণের কিছু টিপস

WITNESS
SEE IT FILM IT
CHANGE IT

activate
rights//



মানবাধিকার সুরক্ষায় কাজ করা বিপজ্জনক
হতে পারে। নিরাপদে থাকবেন। নীতির উপর
থাকবেন। কার্যকর উপায়ে কাজ করবেন।

মূল ধারণা ও তথ্যসূত্র:

উইটনেস (WITNESS) এই নির্দেশিকাটি উইটনেস-এর "Tips
for Filming Protest, Police, and Military Violence
in Bangladesh" টুলকিট অবলম্বনে সংকলিত ও
স্থানীয়করণ করা হয়েছে।

ডিজাইনঃ

**ARTIVISM
STUDIO**

প্রস্তুতি



ক্যামেরা চালু রাখে আপনার অধিকারের সীমারেখা রেখা বুঝতে শিখুন। অপরের ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকে সম্মান দিন। সাক্ষাৎদাতা এবং আপনার নিজের ঝুঁকে আমলে নিন।



সংশ্লিষ্ট কমিউনিটি, যাদের ভিডিও ধারণ করা হচ্ছে এবং সর্বোপরি নিজের ঝুঁকি আগে যাচাই করে নিতে হবে। প্রতিদিন সেনাবাহিনী পুলিশ অথবা অতি উৎসাহীদের পদক্ষেপের পরিবর্তনগুলোর ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। নিজেকে নিরাপদ রাখার জন্য একটি সুরক্ষা পরিকল্পনা তৈরি করুন।



জরুরি যোগাযোগের নাম্বার সমূহ স্মরণ রাখুন অথবা কোন সুরক্ষিত স্থানে লিখে রাখুন।



যখন প্রয়োজন মনে হবে আপনার লোকেশন কাছের মানুষদের সাথে শেয়ার করে রাখতে পারেন। যাতে তারা আপনার সর্বশেষ অবস্থান ভালো-মন্দ সম্পর্কে অবগত থাকে।

- WhatsApp live location sharing
- Android real-time location



সতর্কতা- শেয়ার করা লোকেশন (যদি তা ফাঁস হয়) অনেক সময় তা আপনাকে অনাকাঙ্ক্ষিত ঝুঁকের মুখোমুখি করতে পারে

পাসওয়ার্ড সুরক্ষা



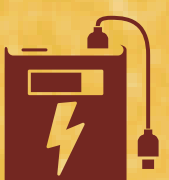
ফোনগুলো অবশ্যই পাসওয়ার্ড দিয়ে নিরাপদ করে নিন। তবে কোনোভাবেই ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ফ্যাসিয়াল রিকগনিশন দিয়ে নয়। ফোনের এনক্রিপশন চালু করে নিন অথবা সেন্সিটিভ তথ্যগুলো আগেই সরিয়ে/ডিলিট করে নিতে পারেন, যদি ফোন বেহাত/জব্দ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে

ব্যাটারি চার্জ করুন



সব ব্যাটারিগুলো আগেই চার্জ করে নিন এবং ডিভাইসে যথেষ্ট জায়গা খালি করে রাখুন। এছাড়া ফোনে অটো ব্যাকআপ চালু রাখতে পারেন। যেমন, গুগল ফটোস, ড্রপবক্স যাতে ফোন বেহাত/জব্দ হলেও আপনার সকল তথ্য ফিরে পেতে পারেন

পাওয়ার ব্যাংক সাথে রাখুন



পাওয়ার ব্যাংক বা বিকল্প পোর্টেবল পাওয়ার স্টেশনের ব্যবস্থা রাখুন যাতে বিদ্যুৎ না থাকলেও কাজগুলো সমাধান করা যায়

জিপিএস চালু রাখুন



সংবাদমাধ্যম, আদালত এবং মানবাধিকার সংখ্যাদের আপনার ধারণ করা ভিডিওটির সত্যতা যাদের সুবিধার্থে আপনার জিপিএস চালু রাখতে পারেন। যদি নিরাপদ মনে করেন, তবে ভিডিও ধারণ করার সময় কথা বলতে পারেন, যাতে সনাক্ত করা যায় আপনি ভিডিওটি ধারণ করেছেন। ভিডিও চলাকালীন তারিখ এবং স্থানের নাম বলুন। থান কে ভালোভাবে সনাক্ত করার সুবিধার্থে রাস্তার চিহ্ন, ল্যান্ডমার্ক, আশেপাশের সাইনবোর্ড ইত্যাদির ভিডিও করুন।



সতর্কতা-আপনি যদি নিজের পরিচয় গোপন রাখতে চান নিরাপত্তার স্বার্থে, তবে নিজের চেহারা বা কণ্ঠ রেকর্ড না করাই ভালো

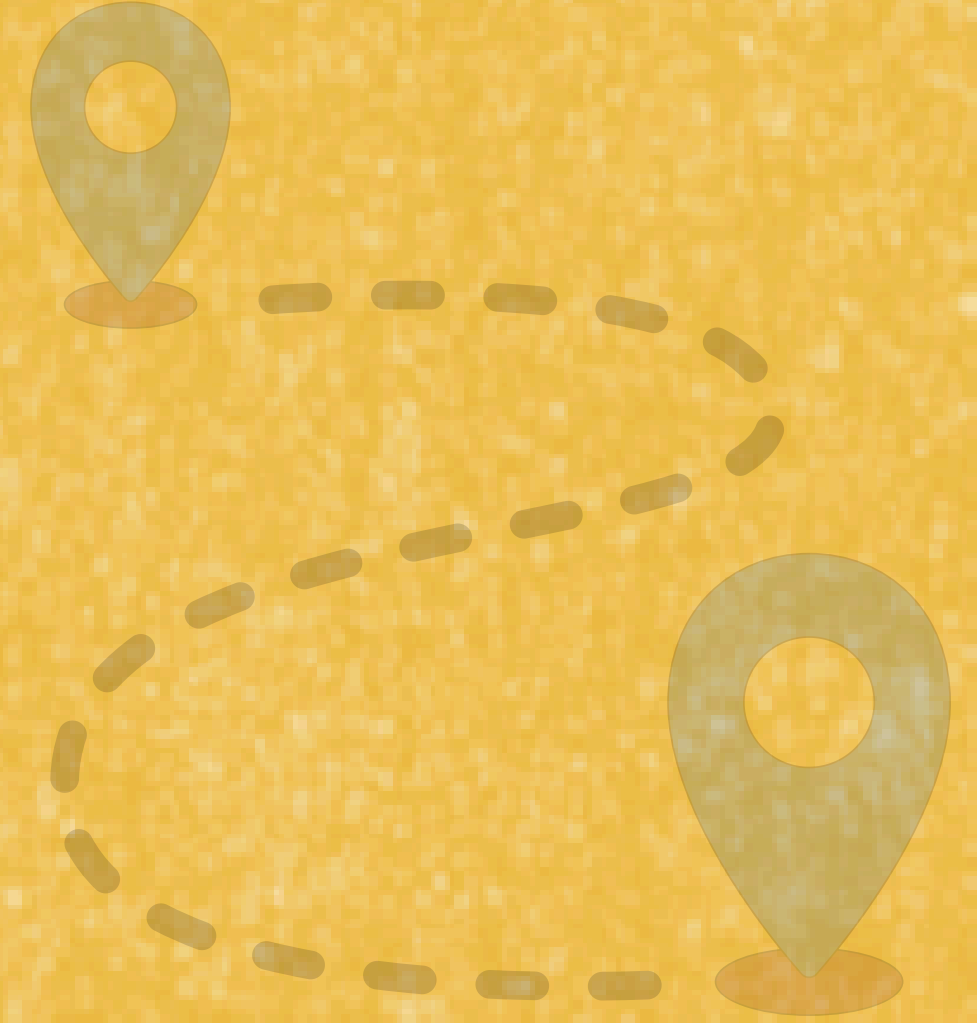
এছাড়া ভিডিও ধারণের বেলায় Tella অথবা ProofMode ব্যবহার করতে পারেন। এতে লোকেশনের বিস্তারিতসহ অনেক মেটাডেটা থাকে। এ বাড়তি তথ্যের কারণে আপনার ধারণকৃত প্রমাণ গুলো কখন এবং কিভাবে তোলা সে ব্যাপারে জানা যায়, ফলে প্রমাণের বিশ্বস্ততা এবং নির্ভরযোগ্যতা বাড়ে।

টেলা ডাউনলোড করুন:

<http://bit.ly/tella-app>

প্রফমুড ডাউনলোড করুন:

<http://bit.ly/proofmode-app>



সহিংসতার নথিভুক্ত করা

- শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ করে যাওয়া জনসাধারণের বিরুদ্ধে আক্রমণ করা উচিত নয়।
- আপনার ভিডিও ধারণের উদ্দেশ্য হলো, যারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত নয় তারা যেন আসলে কী ঘটছে সে সম্পর্কে অবগত হতে পারে।
- যদি দেখুন শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিক্ষোভকারীরা আক্রান্ত হচ্ছে, তার ভিডিও ধারণ করুন, যারা আক্রান্ত হচ্ছে বা বিশেষভাবে কেউ যদি টার্গেটেড হয়ে থাকে তবে তার ভিডিও ধারণ করুন।
- গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন যেমন পুলিশ বা মিলিটারি জিপ, পোশাক, ব্যাজ, বা পুলিশ/ মিলিটারি চিহ্ন সমূহের ফুটেজ নিন। যখন নিরাপদ মনে হয়, সহিংসতা, যেমন গোলাগুলি বা শারীরিক আক্রমণের ভিডিও ধারণ করুন। আপনার ফুটেজে যেন আক্রমণকারীর পরিচয়, ভিড়, আহত ব্যক্তি, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বাড়িঘড়, বুলেটের চিহ্ন বা কাছাকাছি থাকা যানবাহন দেখতে পাওয়া যায়।

- নানান দিক থেকে ভিডিও শট নিন (দূর থেকে, কাছ থেকে, ধীরে ধীরে ডানে বামে বা উপরে নিচে ঘুরিয়ে) যাতে পরিষ্কার বোঝা যায় কি ঘটছে।
- স্মার্টফোনকে না নাড়িয়ে ধীরে ধীরে অবস্থান পরিবর্তন করুন।
- সম্ভব হলে জুম ইন করবেন না, এতে ফোকাস ঝাপসা হয়ে যেতে পারে। প্রয়োজন মনে করলে সামনে এগিয়ে যান।
- মানুষের পরিচয় গোপন রাখা সার্থে পেছন থেকে ভিডিও করুন। পেছন দিক থেকে কেবল তাদের মাথার অথবা পায়ের ফুটেজ নিতে পারেন।
- যাদের ভিডিও করছেন তাদের জানান যে এই ভিডিও কোথায় কিভাবে ব্যবহার করা হবে। তাদের সাথে সম্ভাব্য বিপদগুলো আলোচনা করুন যে তাদের ধারণকৃত ভিডিওগুলো অনলাইনে যাবে কিনা অথবা কোনো কতৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা যাবে কিনা।
- যদি নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হয় তবে- কথা বলার সময়ে তাদের হাত ধারণ করুন। ফোকাস এডজাস্ট করে চেহারা ব্লার করে দিতে পারেন। এছাড়া মুখ ঢেকেও তারা সাক্ষাতকার দিতে পারে। এছাড়া চেহারা আবছা করা যায় এমন টুলসও ব্যবহার করতে পারেন, যদি আপনি লাইভ না করে থাকেন।

- YouTube (browser-based):

<https://bit.ly/youtube-blurring>

- Blur tools for signal:

<https://www.signal.org/blog/blur-tools/>

- Anonymous Camera (iOS):

<https://apple.co/3iZZ3Xx>

- স্মার্টফোন/ক্যামেরা আপনাকে লক্ষ্যবস্তু বানাতে পারে। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। কারণ কতৃপক্ষ তাদের অস্ত্র ব্যবহার করে ছবি/ ভিডিও ধারণকে আক্রমণ করতে পারে।

শেয়ার করা আগে ভাবুন

- ➔ ভিডিও শেয়ার করার আগে চিন্তা করুন, আপনার ভিডিও আপলোড করা বা একটি পাবলিক চ্যানেল যেমন, Facebook/Twitter/Youtube-এ লাইভস্ট্রিমিং আপনাকে বা আক্রান্ত ব্যক্তি এবং লোকজনকে লক্ষ্যে পরিণত করতে পারে।
- ➔ শেয়ার করার আগে, একজন বিশ্বস্ত এক্টিভিস্ট/সংবাদ সংস্থা/আন্তর্জাতিক এনজিও/আইনজীবীর সাথে আলাপ করার ব্যাপারে ভাবতে পারেন। সিগন্যালের মতো নিরাপদ মেসেজিং অ্যাপের মাধ্যমে আপনার মিডিয়া ফাইলস শেয়ার করতে পারেন।
- ➔ সর্বদা আপনার করা ভিডিও সবার সাথে শেয়ার করার আগে নিজের এবং অন্যদের নিরাপত্তা বিবেচনা করুন।
- ➔ কারো জন্য ঝুঁকি তৈরি করে এমন অংশ এডিট করা বা কারো পরিচয় গোপন রাখতে সাহায্য করার জন্য মুখ ঝাপসা করার ব্যাপারে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
- ➔ মনে রাখবেন কেবল চেহারা নয়, যে কাউকে তার কণ্ঠস্বর, অবস্থান, জামাকাপড় এবং সঙ্গীসাথী দ্বারা চিহ্নিত করা যায়।
- ➔ আপনি যদি আপনার কোনো কন্টেন্ট সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করার ভাবেন তাহলে সেখানে যুক্ত করে দিন যে এই ভিডিওটি আসলে একটি মানবাধিকার লংঘনের। যদি সম্ভব হয়, ভিডিওর শুরুতে একটি ক্যাপশন দিন। এটি জরুরি যাতে ক্যাপশনের মাধ্যমে বুঝা যায়, এ কন্টেন্টটি একটি প্রামাণ্য এবং সহিংসতার ফুটেজের জন্য সামাজিক মাধ্যম থেকে ডিলেট না হয়ে যায়।
- ➔ যদি পারেন, দেশের বাইরের কাউকে ট্যাগ করুন এবং তাকে ভিডিওটি সংরক্ষণ করতে বলুন।

ভিপিএন এবং রোমিং সিম

আপনার ডেটা এবং ইন্টারনেট সংযোগ যাচাই করুন। আপনি যদি পারেন, ইন্টারনেট শাটডাউনের ক্ষেত্রে VPN এবং রোমিং সিম নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। ইন্টারনেট শাটডাউনের সময় নথিভুক্ত করার জন্য এখানে আমাদের গাইড রয়েছে:

wit.to/internet-shutdowns



সতর্কতা: আপনার দেশে রোমিং সিম ব্যবহারের বৈধতা যাচাই করুন। কিছু ক্ষেত্রে, পুলিশ এবং সামরিক সদস্যরা মোবাইল ডিভাইসে রোমিং বা আন্তর্জাতিক সিম কার্ডের উপস্থিতি সনাক্ত করতে চেক করতে পারে।

ফাইল সুরক্ষিত রাখুন

একটি কপি আলাদা করে রাখুন এবং কখনো অরিজিনাল ফাইল এডিট করবেন না। এডিটের ক্ষেত্রে ফাইল কপি করে নতুন ফাইলে এডিট করুন।

Tipsheet v1.0 published under a Creative Commons license (CC BY-NC-SA 4.0)